যুগান্তর

তারিখ ... 10 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

# নিজ স্কুলেই পরীক্ষা হওয়া উচিত

সম্প্রতি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষার মান নির্ণয়ে (এবং মান বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে) একটি পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের। মন্ত্রী পরিষদ সভায় এই পরীক্ষা ব্যবস্থা এ বছর থেকেই বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটি একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

পাবলিক পরীক্ষার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল— ১. এটি সারাদেশ বা ব্যাপক অঞ্চলব্যাপী অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে হয়, ২. অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরীক্ষার কেন্দ্র হয় শিক্ষার্থীর নিজ বিদ্যালয় থেকে ভিন্ন, এবং ৩. ফলাফলের ভিত্তিতে সনদ দেয়া হয়। আগে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয়নি পাবলিক পরীক্ষার তিনটি বৈশিষ্ট্যই এ বছরের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থেকে রক্ষা করা হবে কিনা। মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদনে সেটি স্পষ্ট হল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পরীক্ষাটির মূল উদ্দেশ্য যদি মান বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হয়, তবে এই তিন মাস সময়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কতটা মান বাড়ানোর সুযোগ পাবে? দ্বিতীয়ত, মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পাসের সনদ শিক্ষার্থীদের জীবনে কতটা কাজে লাগবে? তৃতীয়ত, পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের কাছে পাবলিক পরীক্ষার বিষয়টিই হঠাৎ মনে হবে; সেটি কি কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হতে হবে, এমনকি প্রয়োজনে অন্য ইউনিয়নে গিয়ে— তা বোঝা গেল না।

পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা শেষে সনদসহ পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা বিশ্বে বিরল; সনদ দেয়া হয় যদি সেটি অন্তত ছয় শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষার সমাপনী পরীক্ষা হয়। যেসব দেশে 'প্রাইমারি স্কুল লিভিং' (পিএসএলসি) পরীক্ষা হয় তাদের মধ্যে সিঙ্গাপুর অন্যতম। এখানে ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা শেষে পিএসএলসি পরীক্ষা হয় নিজ নিজ বিদ্যালয়ে; কিন্তু পরীক্ষার মান নিশ্চিত করার স্বার্থে হল পরিদর্শন করেন অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক। অনুরূপ ব্যবস্থা আমরাও গ্রহণ করতে পারি। এই অল্প সময়ে সনদ তৈরির চেষ্টা না করে নম্বরপত্রকেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সনদ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের পরীক্ষাকেন্দ্র যথাসম্ভব নিজ বিদ্যালয়ে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তা সম্ভব না হলে একই ইউনিয়নে এলাকাভিত্তিক একাধিক কেন্দ্র হতে পারে; সেটি আবশ্যিকভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় না হয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় হলেও কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

আবদুস সাত্তার মোল্লা
ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব এডুকেশন, সিঙ্গাপুর, asmolla1@yahoo.com